মানব প্রকৃতি :—

কিছু নৃতাত্ত্বিক দাবি করেন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে 'সর্বপ্রাণবাদে'র কিছু কিছু আকৃতি থেকে। আদিম মানুষেরা স্বপ্ন, অচৈতন্য অবস্থা এবং মৃত্যুর ব্যাখ্যা করতে পারতো না। তারা এই বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, দৃশ্যত যে মানুষ আমাদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেঁচে আছে— সেই 'আসল মানুষ' নয়। এই অব্যক্ত ধারণাই মানুষের ভেতরে আত্মঅনুসন্ধানের বীজ বপন করল। এ কারণেই বিবেকানন্দ বলছেন, উপনিষদের মূল অনুসন্ধান মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? কঠ উপনিষদ এর শুরুই এখান থেকে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দর্শনে, একদল বলছেন, মৃত্যুর পর মানুষ চিরকালের মত চলে যায় এই জগৎ থেকে, কোনভাবেই আর তার কোন অস্তিত্ব থাকে না। আর একদল বলছেন, মানুষ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে ভিন্নভাবে। এর মধ্যে কোনটি সত্য? তিনি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাঁর জ্ঞানযোগে, সেখানে তিনি বলছেন, মানুষের দুটি অবস্থা স্বীকৃত। একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করা হয় শূন্যতাই, কোন কিছুই নেই আমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। আর একটি তত্ত্বে বলা হয় এই দেহ হল পরমাণু কণা সমূহের সমষ্টি। এর মধ্যে কোনটি সত্য?

বিবেকানন্দ তাঁর মত করে সত্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত মানুষ হল সংক্ষেপে 'আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্রীভূত অবস্থা', 'মানুষ হল আধ্যাত্ম শক্তি'। 'আধ্যাত্ম শক্তি' শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে, একটি নঞর্থক অপরটি সদর্থক, নঞর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাস করা হয় জাগতিক এক সাধারণ অবস্থার যা ভিন্নতর রূপ। এই 'আধ্যাত্ম,' এই ব্যাখ্যাটিকে বিবেকানন্দ বাতিল করেননি। মানুষ সাধারণভাবে যেমন প্রতিভাত হন,

Scanned with CamScanner

সেখানে নয়, কিন্তু বিবেকানন্দ আদর্শের দিক থেকেও মানুষের আধ্যাত্ম চিন্তাকে দেখেছেন। কেননা মানুষের মধ্যেই কেবল আধ্যাত্মিক চেতনা আছে, তাগিদ আছে দৈহিক সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার, অসীমকে জানার কৌতূহল আছে।

দৈহিক প্রকৃতি :—

বিবেকানন্দের দর্শনে 'মানব প্রকৃতি' প্রতিভাত হয়েছে, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক, উভয়দিকের এক সুষম ঐক্য হিসাবে, তিনি কখনও মানুষের দৈহিক প্রকৃতিকে গুরুত্বহীন বলে অবজ্ঞা করেন নি। মানুষের দৈহিক প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হল তার দেহ, তার জৈবিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক দিকগুলি, বিবেকানন্দ তন্ত্রবিদ্যা থেকে সূক্ষ্ম দেহের বিভিন্ন বিষয়ের কথাও বলেছেন, বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের দৈহিক ক্ষমতা অনেক বেশি, এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের 'শক্তি' বেশি আছে, 'পাশবশক্তি'র দিক থেকে অনেক প্রাণীই মানুষের থেকে বলবান, কিন্তু মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে দৈহিক ক্ষমতায় অনেক এগিয়ে এই কারণেই যে, তার দৈহিক প্রকৃতি অনেক সংগঠিত এবং তার মধ্যে একটা ঐক্য আছে, প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র প্রবণতাজাত বা যান্ত্রিক নয়, মানুষ কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল দেহ নয়, তার দৈহিক আচরণে একটা পরিকল্পনা এবং নক্সা আছে, তার দৈহিক জীবনাতেও একটা উদ্দেশ্য এবং নির্বাচন আছে, মানুষের অস্তিত্বের গঠন প্রক্রিয়াই তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে এবং পৃথিবীতে এক অভিনব অবস্থান এনে দিয়েছে।

Scanned with CamScanner